প্রথম আলো

তারিখ ....7 FEB 2009...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৭ ......

www.prothom-alo.com

ছয় লাখ প্রার্থীর মধ্যে ১৬ হাজার শিক্ষকও না পাওয়ার আশঙ্কা!

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে লিখিত পরীক্ষায় এ বছর শতকরা ৩৫ নম্বর পাওয়া প্রার্থীদের উত্তীর্ণ বলে ধরা হয়েছে। এর পরও প্রায় ছয় লাখ আবেদনকারীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন মাত্র ৬৬ হাজার ৩২৬ জন প্রার্থী।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ধারণা, এবারও চাহিদা থাকা ১৬ হাজার ৫৯ পদ পূরণ হবে না। বিশেষ করে সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং পার্বত্য তিন জেলাসহ বেশ কয়েকটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসকদের টেলিফোনে মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত রাখার সাময়িক নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে ইতিমধ্যে ঢাকাসহ কয়েকটি জেলা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পেয়ে আবার মৌখিক পরীক্ষা শুরু করেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নবাবগঞ্জ থানার একজন প্রার্থী অভিযোগ করেন, ৪ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা স্থগিত করে এখন মাইকিং করে জানানো হচ্ছে, ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। কেন স্থগিত করা হলো, আবার দুই দিনের মধ্যে তা প্রত্যাহার হলো, সেই ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারছেন না।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এ বছর প্রশ্নপত্র কিছুটা কঠিন হয়েছিল। এ ছাড়া ছয় লাখ আবেদন জমা পড়লেও প্রয়োজনীয় পদ পূরণ না হওয়ায় মেধার দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে। উল্লেখ্য, লিখিত পরীক্ষায় ৯০ নম্বরের মধ্যে পাস নম্বর ৪৫ এবং চাকরি পেতে হলে মৌখিক পরীক্ষার মোট (১০) নম্বরসহ ৫০ পাওয়ার নিয়ম রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, গত বছরও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১৩ হাজার শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দিতে পেরেছিল মাত্র সাত হাজার ৮৭৬ জনকে। এমনকি লিখিত পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ নম্বর পাওয়া প্রার্থীদের নেওয়ার পরও গত বছর সব শূন্যপদ পূরণ করা যায়নি। সেখানে এ বছর লিখিত পরীক্ষায় ৩৫ নম্বরপ্রাপ্তদের উত্তীর্ণ দেখানোর পরও ১৬ হাজার ৫৯টি পদ পূরণ হবে না বলে আশঙ্কা রয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এঁদের মধ্য থেকে উপজেলা কোটা অনুযায়ী এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

১৬ হাজার শিক্ষকও না পাওয়ার আশঙ্কা!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়োগ দেওয়া হলেও দেশের বেশ কিছু উপজেলায় শিক্ষক পাওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে এক উপজেলার প্রার্থীকে অন্য উপজেলায় নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কিছুটা কঠিন হয়েছিল। এ ছাড়া আবেদনকারীর সংখ্যা রেকর্ডসংখ্যক হলেও শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠিতে অধিকাংশই পিছিয়ে আছেন।

এদিকে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আকস্মিক ওই পরীক্ষা স্থগিত করায় অভিযোগ উঠেছে, সাংসদের চাপের মুখে মন্ত্রণালয় এই মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করেছে। এর কারণ যে প্রক্রিয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে, তাতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের কিছুই করণীয় বা ভূমিকা থাকছে না। এ প্রসঙ্গে তাঁরা জোট সরকারের সময়ে দলীয় ব্যক্তিদের ব্যাপকভাবে নিয়োগের কথা বলছেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিদ্যমান পদ্ধতিতে দুর্নীতির সুযোগ খুবই কম বলে মত দিয়েছে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার পক্ষ থেকেও বিদ্যমান নিয়মের প্রশংসা করা হয়েছে।

নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ-প্রক্রিয়া পাল্টে যাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। গত মঙ্গলবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসকদের কাছে টেলিফোনে এ ধরনের বার্তা দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ-প্রক্রিয়া ঘিরে দেশজুড়ে সন্দেহ-সংশয় ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলো*কে বলেছেন, নিয়োগপদ্ধতি পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'বিশেষ কারণে পরীক্ষার ফলাফল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে মৌখিক পরীক্ষা। তার মানে এই নয় যে আগের নিয়ম পাল্টে যাবে।'

জানা যায়, চার ক্যাটাগরি তথা রাজস্ব, নবসৃষ্ট রাজস্ব, উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদ এবং দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-২) আওতায় এসব শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'আমরা মানসম্মত শিক্ষার কথা বলছি; এ জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষক। এই মানসম্মত শিক্ষক পেতে হলে লিখিত পরীক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিকল্প নেই এবং বর্তমান সরকার সেটাই করবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।' এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মাত্র ১০ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ থাকায় কেউ চাইলেও একজন প্রার্থীকে অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন না।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ জানান, মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হলেও আবার শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, দেশে মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭২টি। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় এক কোটি ৮৫ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে।